অভিযোগঃ

১। প্রতিক্ষেত্রে খসড়া ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জামুকা বরাবর অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে। অভিযোগের সংখ্যা বিবেচনা করে জামুকা কখন, কোথায় শুনানী হবে তা নির্ধারণ করবে। চূড়ান্তভাবে দেশব্যাপী যাচাই-বাছাই না হবার কারণে যাচাই-বাছাইকৃত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশে কোন বাধা থাকবে না।

অভিযোগ প্রক্রিয়া-লাল মুক্তিবার্তাঃ

১। লাল মুক্তিবার্তায় তালিকাভুক্ত কোন মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে কারও অভিযোগ থাকলে অভিযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কেন স্বীকৃতি পেতে পারেন না তার কারণ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করে ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে স্ব স্ব উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর অভিযোগ দাখিল করতে হবে।

২। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কমপক্ষে ৩ দিন পূর্বে লাল মুক্তিবার্তায় তালিকাভুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের অনুলিপি সরবরাহ করবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটির বরাবর লিখিত জবাব এবং ফরম পূরণ করে যাচাই-বাছাই এর পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর জমা দিতে পারেন।

৩। মৃত ও গুরুতর অসুস্থ দরখাস্তকারী মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে বৈধ উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক ফরম পূরনের মাধ্যমে আবেদন করবেন। সেক্ষেত্রেও সহযোদ্ধাদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাইয়ের সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা।

ক) ইতোপূর্বে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ০২-০৩-২০১৫ তারিখে ১৫০০ নং স্মারকে প্রেরিত আবেদন এবং পরবর্তীতে প্রেরিত আবেদনের মধ্যে একই ব্যক্তির নামে একাধিক আবেদন থাকলে তা পরীক্ষা করে আলাদা করে ফেলা এবং একজনের একাধিক আবেদন যাচাই-বাছাই না করা;

খ) ভারতীয় তালিকায় বা লাল মুক্তিবার্তায় অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ যাচাই-বাছাইয়ের আওতাভূক্ত নন; তবে লাল মুক্তিবার্তায় নাম থাকা স্বত্ত্বেও লিখিতভাবে বা উপস্থিত ক্ষেত্রে কাহারো বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তবে তা যাচাই-বাছাইয়ের আওতাভূক্ত;

গ) উপজেলা, মহানগর ও জেলা পর্যায়ে যাচাই-বাছাইয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে মাইকিং করে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা;